দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

৫ই ভাদ্র ১০৯৪ বং

3

জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ

জাতীয় ছাত্র সমাজ ও জাতীয় ছাত্র পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর দলের সাথে সংযুক্ত ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন। একই সাথে তিনি জাতীয় ছাত্র

পরিষদেরও বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

গতকাল বুধবার বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি এ ঘোষণা দেন।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাঙ্গনসমূহে সম্প্রতি যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে তার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এদেশের ছাত্রসমাজ এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। ছাত্র আন্দোলন এক সময় এদেশের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের ছাত্রসমাজ জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার শত সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নতুন চেতনা ও চিন্তার উৎস। কিন্তু তখন কোন ছাত্রের বুক চিরে এ দীর্ঘশ্বাস বের হয়নি : আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির প্রত্যাশা ছিল যে, আমাদের তরুণ, ছাত্র ও যুব সমাজের গৌরবদীপ্তি ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। একদিন মানুষ আশা ও সাহসের উৎস হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। আজ আতংকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এড়িয়ে চলে। কথাটি রূঢ়, কিন্তু সত্য।

কি এবং কে এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য দায়ী তা নির্দিষ্ট করার আজ দিন এসেছে বলে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি বলেন, সমগ্র ছাত্রসমাজ এর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু এক বিষাক্ত বৃত্ত তাদের গ্রাস করেছে। ছাত্র আন্দোলনের নামে তারা এক বিকৃতির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন সংকীর্ণ দলাদলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতা, অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছাত্র আন্দোলনকে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল আসন থেকে

রাষ্ট্রপতির ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ১১-এর পাতায়।

বিচ্যুত করেছে। বোমাবাজি, গোলাগুলি, খুন এখন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিত্যদিনের ঘটনা। সীট দখল, হল দখল, মঞ্চ দখল, অস্ত্রের জোরে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা এখন ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রধান কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে অন্ততঃ ১১৬ জন ছাত্র এবং ৬ জন নিরীহ পথচারী প্রাণ হারিয়েছে। আহত হয়েছে ৩,৫৮১ জন।